

ক. ঈশ্বর ও মোশি:

• ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ (যাত্রাপুস্তক 33:7-11)

- মোশি ঈশ্বরের সঙ্গে তস্থুতে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যেখানে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলেছিলেন (যাত্রাপুস্তক 33:7-11)।
- ব্যাখ্যা: “মুখোমুখি” কথাটির মানে এই নয় যে তাঁরা একে অপরকে শারীরিকভাবে দেখেছিলেন, বরং তাঁদের মধ্যে ছিল সহজ-সরল ও প্রবাহমান আলাপচারিতা (যদিও মোশি কখনও ঈশ্বরের মুখ দেখেননি)।
- ঈশ্বর ও মোশির মধ্যে সম্পর্ক ধীরে ধীরে গভীরতর হয়ে উঠেছিল।
- মোশি ছিলেন ঈশ্বরের এক বিশ্বস্ত দাস (ইব্রীয় 3:5), অন্ধকারে এক অনন্ত প্রদীপ, এবং এক আদর্শ নবী।

• ঈশ্বরকে আরও ভালোভাবে জানা (যাত্রাপুস্তক 33:12-17)

- যখন ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন যে তিনি জনগণের সঙ্গে কনানে যাবেন না (যাত্রাপুস্তক 33:1-3), তখন এক চিন্তাকর্ষক সংলাপ শুরু হয় (যাত্রাপুস্তক 33:12-17):
 - ঈশ্বর : তুমি আমার বন্ধু, এবং তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ আছে।
 - মোশি : যদি তাই হয়, তবে আমায় তোমার পথ শেখাও, যাতে আমি তোমাকে জানতে পারি।
 - ঈশ্বর : আমি নিজে তোমার সঙ্গে যাব এবং তোমায় বিশ্রাম দেব।
 - মোশি : যদি তুমি নিজে না যাও, তবে আমাদের এখান থেকে এগিয়ে নিও না।
 - মোশি : যদি তুমি আমাদের সঙ্গে না যাও, তবে অন্যরা কেমন করে জানবে যে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট?
 - ঈশ্বর : ঠিক আছে, তুমি যা বলছ তাই করব, কারণ আমার অনুগ্রহ তোমার উপর আছে এবং আমি তোমাকে আমার বন্ধু মনে করি।
- মোশি ঈশ্বরের সঙ্গে ৪০ দিন কাটিয়েছিলেন, দশ আঙা ও পবিত্রস্থান নির্মাণের নির্দেশ পেয়েছিলেন। এখন তিনি আবার ঈশ্বরের সামনে ছিলেন, জনগণের জন্য মধ্যস্থতা করছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি ঈশ্বরকে খুব ভালো করে চেনেন, কারণ তিনি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছিলেন। তবুও, কোন অর্থে তাঁর ঈশ্বরকে জানার প্রয়োজন ছিল (নির্গমন 33:13)? আর কোন অর্থে আমাদেরও ঈশ্বরকে জানার প্রয়োজন আছে?

খ. ঈশ্বরের মহিমা:

• ঈশ্বরের মহিমা জানার আকাঙ্ক্ষা (যাত্রাপুস্তক 33:18-23)

- “মোশি বললেন, ‘আমায় তোমার মহিমা দেখাও।’ ” (যাত্রাপুস্তক 33:18) + ঈশ্বর উত্তর দিলেন: আমি... তোমায় আমার সমস্ত মঙ্গল দেখাব (যাত্রাপুস্তক 33:19) + ঈশ্বর তাঁকে যা দেখালেন তা ছিল তাঁর চরিত্র (যাত্রাপুস্তক 34:6-7) ⇒ ঈশ্বরের মহিমা হল তাঁর মঙ্গল, অর্থাৎ তাঁর চরিত্র।
- সুতরাং, আমাদের “মহিমা” হল আমাদের জীবনে ঈশ্বরের চরিত্র প্রতিফলিত করা (2 করিন্থীয় 1:12; 3:18)।
- যখন আমরা ক্রুশের দিকে তাকাই, তখন আমরা ঈশ্বরের মহিমা, তাঁর মঙ্গল এবং তাঁর চরিত্রের সর্বোচ্চ প্রকাশ দেখি।

• ঈশ্বরের মহিমার দর্শন (যাত্রাপুস্তক 34:1-28)

- মোশি যখন সপ্তমবার সীনাই পর্বতে উঠলেন, তখন ঈশ্বর তাঁকে তাঁর মহিমা দেখালেন।
- ঈশ্বরের মহিমার দর্শন প্রমাণ করল যে এটি ছিল ঈশ্বরের চরিত্রের স্ব-ঘোষণা (যাত্রাপুস্তক 34:6-7)। ঈশ্বরের প্রেমের এই ঝলক দেখে মোশি উপাসনা করলেন (যাত্রাপুস্তক 34:8; 1 যোহন 4:19)।
- শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বর ইস্রায়েলের সঙ্গে তাঁর চুক্তি নিশ্চিত করলেন এবং বাছুরের ঘটনাকে ক্ষমা করলেন।

• ঈশ্বরের মহিমা দেখার ফলাফল (যাত্রাপুস্তক 34:29-35)

- মোশি আগেও বহুবার ঈশ্বরের সঙ্গে “মুখোমুখি” কথা বলেছেন, অথচ তখন তাঁর মুখ কখনও জ্বলজ্বল করেনি। এবার কী পরিবর্তন হলো? লক্ষ করুন, এই পরিবর্তন দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল (যাত্রাপুস্তক 34:34-35)।
- এখন মোশি ঈশ্বরকে আরও ভালোভাবে চিনলেন। তাঁর বন্ধুত্ব পরিপক্ব হয়ে উঠল। তিনি ঈশ্বরের মহিমা নিয়ে ধ্যান করেছিলেন, আর সেই মহিমা তাঁকে রূপান্তরিত করেছিল।
- এই ঘটনার পুনরুল্লেখ করে, পৌল আমাদের আমন্ত্রণ জানান মোশির মতো হতে এবং ঈশ্বরের মহিমা নিয়ে ধ্যান করতে, যাতে আমরাও তাঁর মতো রূপান্তরিত হতে পারি (2 করিন্থীয় 3:12-18)।
- মোশি এক আদর্শ, যিনি দেখান ঈশ্বর আমাদের জন্য কী করতে পারেন, যদি আমরা তাঁকে আমাদের চরিত্র পরিবর্তন করতে এবং আমাদেরকে তাঁর ঐশ্বরিক প্রতিমূর্তিতে গড়ে তুলতে অনুমতি দিই।